ঢাকার ১৩ আসনের হিসাব নিকাশ

রিপোর্ট : **জয়ন্ত আচার্য**

ক্রমেই এগিয়ে আসছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। দেশের রাজনীতিতে বইছে নির্বাচনী হাওয়া। সম্ভাব্য প্রার্থীরা বেশ তৎপর। প্রধান দুই রাজনৈতিক দল ঢাকার ১৩টি আসনে প্রার্থী বাছাই নিয়ে কৌশল গত হিসাব কষছে। দুই রাজনৈতিক দলের কাছেই রাজধানীর এই ১৩টি আসন বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই ১৩টি আসনে '৯১ সালে বিএনপির, '৯৬ সালে আওয়ামী লীগের, ২০০১ সালে চারদলীয় জোটের একক প্রাধান্য ছিল। কার্যত এ আসনগুলো যারা জিতেছে তারাই ক্ষমতায় গিয়েছে। এ কারণে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের কাছে আগামী নির্বাচনে এ আসনগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি এ আসনগুলো ধরে রাখার অপ্রাণ চেষ্টা করছে। অপরদিকে আওয়ামী লীগ চায় আসনগুলো পুনরুদ্ধার করতে। বিএনপিতে আগামী সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী পদে বর্তমান অবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন হবে না। আওয়ামী লীগের আসতে পারে বেশ নাটকীয় পরিবর্তন। আওয়ামী লীগ সাম্ভব্য জোটের শরিক দলকে দুটি আসন ছেড়ে দিতে পারে।

১৩ আসনের হিসেব নিকেশ

ঢাকা-১ (দোহার) : বিগত কয়েকটি নির্বাচন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ঢাকা-১ আসনটি বিএনপির হয়ে গেছে। গত নির্বাচনে বর্তমান যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আওয়ামী লীগ প্রার্থী সালমান এফ রহমানকে পরাজিত করেছিলেন। মাত্র ২৭৭১ ভোটে। তবে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত নানা অনিয়ম, দুর্নীতি, এলাকায় সন্ত্রাসে কারণে নাজমুল হুদা এখন বেশ সমালোচিত। এলাকার জনগণ থেকেও তিনি বেশ দূরে। জনপ্রিয়তায় ও টান পড়েছে। আওয়ামী লীগ থেকে এ আসনে আবারও মনোনয়ন পাচ্ছেন সালমান এফ রহমান। আগামীতেও এ দুই প্রার্থীর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

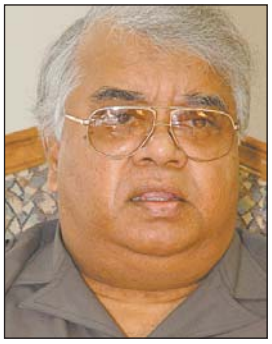
e¨wi ÷vi bvRgj û`v

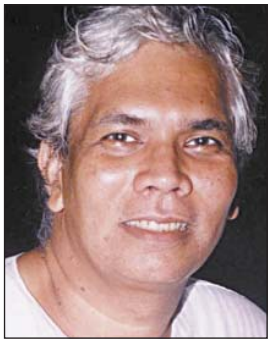
mvjgvb Gd ingvb

ঢাকা-২ (নবাবগঞ্জ) : আসনটি দীর্ঘদিন ধরে বিএনপি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। '৯৬-এর নির্বাচনেও এ আসন বিএনপিরই ছিল।

'৯১-এর নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী আব্দুল মান্নান আওয়ামী লীগ প্রার্থী এম এ বাতেনকে ১৪ হাজার ভোটে পরাজিত করেন। আওয়ামী লীগ গত নির্বাচনে শিল্পপতি নূর আলীকে মনোনয়ন দিয়ে আব্দুল মান্নানকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে ফেলে দেয়। নির্বাচনে আব্দুল মান্নান মাত্র ২৫৪৪ ভোটে বিজয়ী হন। বর্তমান সাংসদ আব্দুল মান্নানকে নিয়ে বিএনপি বেশ বেকাদায়। এলাকায় তেমন উন্নয়ন নেই। গ্রুপিংয়ের কারণে বিএনপি দ্বিধাবিভক্ত। এ আসনে ঢাকা জেলা যুবদলের সভাপতি খন্দকার আবু আশফাক মনোনয়ন পেতে পারেন।

আওয়ামী লীগ থেকে নূর আলী আবারও মনোনয়ন পাবেন।

ঢাকা-৩ (কেরানীগঞ্জ-জিঞ্জিরা) : এই আসনে বিএনপির নির্ধারিত প্রার্থী ডাকসুর সাবেক ভিপি আমানউল্লাহ আমান। তিনি ধারাবাহিকভাবে এলাকার উন্নয়ন করেছেন। নির্বাচনী এলাকায় তার বেশ জনপ্রিয়তা রয়েছে। বিগত নির্বাচনে আমানউল্লাহ আমান ৮০ হাজার ৬০৫ ভোটে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করেন। জোট থেকে আগামী সংসদ নির্বাচনেও আমানউল্লাহ আমানের মনোনয়ন নিশ্চিত। আওয়ামী লীগ একক নির্বাচন করলে গতবারের পরাজিত প্রার্থী নসরুল হামিদ বিপু মনোনয়ন পাবেন। তিনি এলাকায় নেতাকর্মীদের সঙ্গে অব্যাহত যোগাযোগ রেখেছেন। তবে জোটবদ্ধ নির্বাচন করলে সাবেক সাংসদ মোস্তফা মহসিন মন্টুও মনোনয়নের দাবিদার হতে পারেন।

tgv¯dv tgvnwmb g›U

আমানউল্লাহ আমান

bmi“j nwg` wec

wgRv AveŸvm

mv‡ei †nv‡mb †PŠai x

ঢাকা-৪ (শ্যামপুর-ডেমরা) : '৯৬-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী হাবিবুর রহমান মোল্লা বিএনপি প্রার্থী সালাহউদ্দিন আহমেদকে প্রায় ১৯ হাজার ভোটে পরাজিত করেন। ২০০১ সালের নির্বাচনে চিত্র পাল্টে যায়। সালাহউদ্দিন আহমেদ গত নির্বাচনে হাবিবুর রহমান মোল্লাকে ২৮ হাজার ভোটে পরাজিত করে সাংসদ নির্বাচিত হন। জোট থেকে সালাউদ্দিন আহমেদের মনোনয়ন নিশ্চিত। চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসসহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন পেতে জোর চেষ্টা চালাচ্ছেন সাবেক এমপি হাবিবুর রহমান মোল্লা। এছাড়া নির্বাচনী এলাকায় জনগণের মুখে উচ্চারিত হচ্ছে বিরোধীদলীয় নেত্রীর পিএস ড. আওলাদ হোসেনের নাম।

ঢাকা-৫ (ক্যান্টনমেন্ট-গুলশান) : এ আসনটিতে '৯৬-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের এ কে এম রহমতউল্লাহ মেজর (অবঃ) কামরুল ইসলামকে ২২ হাজার ভোটে পরাজিত করেছিলেন। গত নির্বাচনে কামরুল ইসলাম ৪৪ হাজার ৬৫৪ ভোটে এ কে এম রহমতউল্লাহকে পরাজিত করেন। আগামী সংসদ নির্বাচনে এ দুই প্রার্থীর মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। তাদের মনোনয়ন প্রায় নিশ্চিত।

ঢাকা-৬ (সবুজবাগ-খিলগাঁও) : এ আসনে আবার আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাচ্ছেন বিরোধী দলীয় নেত্রীর রাজনৈতিক সচিব আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাবের হোসেন চৌধুরী। বিএনপি থেকে বর্তমান সাংসদ, দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মির্জা আব্বাসই মনোনয়ন পাবেন। আগামী নির্বাচনে আবারও দুই জনের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

ঢাকা-৭ (কেতোয়ালি-সূত্রাপুর) : পুরান ঢাকার এই আসনটি '৯১ সাল থেকে বিএনপি দখলে রেখেছে। এ আসন থেকে ঢাকার মেয়র সাদেক হোসেন খোকা তিনবার বিজয়ী হয়েছেন। আগামী নির্বাচনেও তিনিই জোট থেকে নির্বাচন করবেন। এ আসনে এবার সাবেক মেয়র মোহাম্মদ হানিফ অথবা তার ছেলে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদ খোকন নির্বাচন করবেন।

গত নির্বাচনেই সাঈদ খোকন সাদেক হোসেন খোকার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সাঈদ খোকন আগামী নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী এলাকায় তিনি তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। সাদেক হোসেন খোকার ভিত এলাকায় দৃঢ় রয়েছে।

ঢাকা-৮ (লালবাগ-হাজারীবাগ) : এ আসনটিতে গত নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে বিএনপির প্রার্থী নাসির উদ্দিন

হাবিবুর রহমান মোল্লা

mvjvnDwÏb Avn‡g`

রহমত উল্লাহ

†gRi (Aet) Kvgi"j Bmjvg

mv‡`K †nv‡mb †LvKv

mvC` †LvKb

আহমেদ পিন্টু বিজয়ী হন। এ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী হাজী মোহাম্মদ সেলিম মাত্র ১০৮৭ ভোটে পরাজিত হন। এই আসনের দুই দলের দুই প্রার্থী পিন্টু এবং হাজী সেলিম। `ÛR‡bi wei"‡×B mšÍvm, Pv`vewR, gv¯wb, দখলের অভিযোগ রয়েছে। আগামী নির্বাচনে দু'জনের কেউ একজনই আবারও এমপি হবেন।

ঢাকা-৯ (ধানমন্ডি-মোহাম্মদপুর) : গত নির্বাচনে এ আসনটিতে বিএনপি প্রার্থী সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী খন্দকার

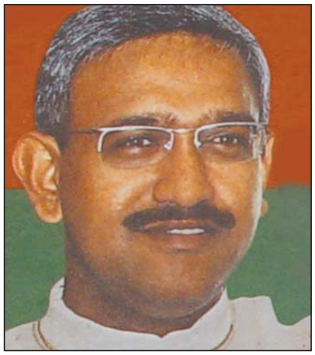

†gvmv‡ïK Avjx dvj

†gRi (Aet) Gg G gvbvb

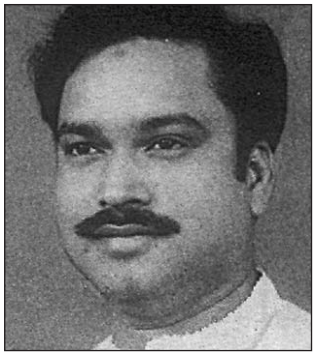

nvRx †mwjg

bwmi DwÏb wc›U

W. Kvgvj †nv‡mb

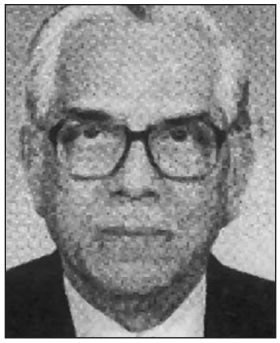

L›`Kvi gwneeDwÏb Avngv`

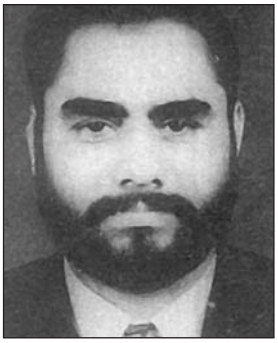

gKej †nv‡mb

মাহবুবউদ্দিন আহমদ আওয়ামী লীগ প্রার্থী মকবুল হোসেনকে ২৮৯৫৪ ভোটে পরাজিত করেন। মকবুল হোসেনের এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম, দখল প্রভৃতি কারণে তিনি এলাকায় অজনপ্রিয়। এ কারণে আওয়ামী লীগ এ আসনে কৌশলগত প্রার্থী খুঁজতে পারেন। এ ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের বার এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদকে আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন দেয়া হতে পারে। জোটবদ্ধ নির্বাচন হলে এ আসনটি ড. কামাল হোসেনকেও ছেড়ে দেয়া হতে পারে।

ঢাকা-১০ (তেজগাঁও-রমনা) : এ আসনে বর্তমান সাংসদ প্রধানমন্ত্রীর সাবেক পিএস মোসাদ্দেক আলী ফালু। ভোটারবিহীন উপ-নির্বাচনে তিনি বিজয়ী হয়ে সাংসদ হয়েছেন। এ আসনে আগামী সংসদে তিনি বিএনপি থেকে নির্বাচন করতে চান। আওয়ামী লীগ থেকে আবারও মনোনয়ন পেতে পারেন ডা. এইচ বি এম ইকবাল। তার মনোনয়ন নিয়ে নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে। গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভরাডুবির জন্য তাকে অনেকাংশে দায়ী করা হয়। তিনি মনোনয়ন পেলে এ আসনটি আওয়ামী লীগ আবারও হারাতে পারে। তবে আওয়ামী লীগ এ আসনে অন্য কোনো ভালো প্রার্থী পাচ্ছে না। জোটবদ্ধ নির্বাচন হলে বিকল্প ধারার এম এ মান্নানকে এ আসনটি ছেড়ে দেয়া হতে পারে। তবে এ আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেতে যুবলীগ নেতা আবুল বাশারও চেষ্টা করছেন। দলের প্রয়োজনে এ আসনটিতে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমুও নির্বাচন করতে পারেন। তবে এখন এ আসনটিতে আওয়ামী লীগ কাউকেই সবুজ সংকেত দেয়নি।

ঢাকা-১১ (মিরপুর-পল্লবী) : এ আসনে এখন সাংসদ এস এ খালেক। তিনি বিগত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের কামাল হোসেন মজুমদারকে ৩১ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। এস এ খালেক ইতিমধ্যে এলাকায় অজনপ্রিয় হয়ে পড়েছেন। এই আসনে আওয়ামী লীগ, বিএনপি উভয়ই তাদের প্রার্থী পরিবর্তন করতে পারেন। আওয়ামী লীগের প্রার্থী হতে পারে ইলিয়াস মোল্লা। এছাড়া গত বারের পরাজিত প্রার্থী কামাল আহমেদ মজুমদার জোরালো প্রার্থী। বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেতে পারেন এখলাস মোল্লা। বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেতে চিত্রাভিনেতা মনোয়ার হোসেন ডিপজলও চেষ্টা করবেন। এ আসনটি আওয়ামী লীগ পুনরুদ্ধার করতে বেশ তৎপর।

t`Iqvb †gv. mvjvDwÏb

giv` Rs

gvZje Avn‡g`

ইলিয়াস মোল্লা

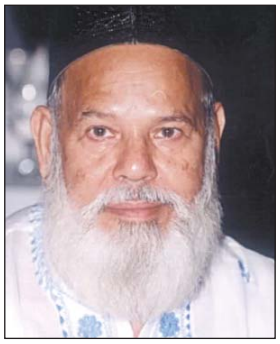

Gm G Lv‡jK

কামাল আহমেদ মজুমদার

L›`Kvi Ave AvkdvK

ঢাকা-১২ (সাভার) : এ আসন থেকে বিএনপির বর্তমান সংসদ সদস্য ডা. দেওয়ান মোঃ সালাউদ্দিনের নিশ্চিত। তিনিই লড়বেন জোট প্রার্থী হয়ে। এছাড়া জোরে সোরে উচ্চারিত হচ্ছে বিশিষ্ট শিল্পপতি মাতলুব আহমেদ, শ্রমিক নেতা কফিল উদ্দিন, জামাল সরকারের নাম। বিএনপির ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত সাভারে গত নির্বাচনে সাবেক সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আনোয়ার জংয়ের ছেলে মুরাদ জং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ভোটের ব্যবধান কমিয়ে এনেছেন। মুরাদ জং দলীয় নেতাকর্মীদের পাশে থেকে সংগঠন শক্তিশালী করার কাজ করে যাচ্ছেন। তবে এ আসন থেকে এবার মনোনয়ন পেতে চেষ্টা করছেন সাভার থানা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হাসিনা দৌল্লা। আওয়ামী লীগ জোটবদ্ধ নির্বাচন করলে সিপিবির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম মনোনয়ন চাইতে পারেন।

ঢাকা- ১৩ (ধামরাই) : গত দুইটি নির্বাচনেই বিএনপির প্রার্থী ব্যারিস্টার জিয়াউর রহমান বিজয়ী হয়েছেন। এবারও তিনিই বিএনপি থেকে মনোনয়ন পাবেন। এ আসনে আবারও আওয়ামী লীগে থেকে বেনজীর আহমেদই মনোনয়ন পাবেন।

জোট সরকার আগাম নির্বাচন দিয়ে দিতে পারে। এমন আভাস পাবার পর ঢাকা ১৩টি আসনে প্রার্থীরা আরো সক্রিয় হয়ে উঠছে। হয়েছেন তারা হাওয়া ভবন, সুধা সদনমুখী। এলাকায় দলীয় প্রতিপক্ষকে দমন করে নিজের মনোনয়ন চূড়ান্ত করতে চাচ্ছেন। সেই সঙ্গে পেশিশক্তি, টাকার খেলা শুরু হয়েছে। জনগণ বুঝতে পারছেন নির্বাচন এগিয়ে এসেছে।

সহযোগিতায় : **খোন্দকার তাজউদ্দিন**